মেহেরপুরে মাদ্রাসায় জমি বিরোধে সংঘর্ষ, আতঙ্কে শিক্ষার্থী-অভিভাবক

মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সবুজ ছায়া ইসলামিয়া মাদ্রাসায় হামলা ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের করা মামলা আদালত খারিজ করে দিলেও তারা বিরোধ অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার সকালে মাদ্রাসায় গিয়ে গণ্ডগোল ও মারধর করা হয়।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘোষপাড়ায় ক্রয় করা জমির ওপর সবুজ ছায়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে সেখানে স্থায়ী ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করলে প্রতিপক্ষ বাধা দেয়। এ নিয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করা হয়। চলতি বছরের ১৪ মে আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন।

মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আমিরুল ইসলাম বলেন, আদালতের সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে যাওয়ার পরও প্রতিপক্ষ বিভিন্নভাবে জমি ও নির্মাণকাজে বাধা দিয়ে আসছে। মঙ্গলবার সকালে মাদ্রাসায় এসে তারা গণ্ডগোল ও মারধর করলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সবুজ ছায়া ইংলিশ ভার্সন স্কুল ও মাদ্রাসার পরিচালক আফরোজা ইসলাম বলেন, ‘এহিয়া খন্দকারের ছেলে আব্দুর রশীদ, আব্দুস সাত্তারসহ কয়েকজন নারী আমাদের প্রতিষ্ঠানে হামলা চালান। ওই সময় অনেক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গেও তারা খারাপ আচরণ করেন। এমনকি শিশুদের সামনে তারা বঁটি নিয়ে মারতে আসেন। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আদালতের রায় না মেনে তারা জোর করে আমাদের নির্মাণকাজে বাধা দিচ্ছেন।’

অভিভাবক সোহাগ খন্দকার বলেন, ‘মাদ্রাসায় এমন ঘটনা দেখে আমার ছেলে ভয় পেয়ে যায়। সে কান্নাকাটি করছিল। পরে তার মা আমাকে ফোন দিলে আমি দ্রুত এসে পরিস্থিতি দেখি।’

আরেক অভিভাবক মোছা. নিশি বলেন, ‘আমার ছেলে অনেক ভয় পেয়েছে। আমিও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। এভাবে চলতে থাকলে এখানে ছেলেকে পড়ানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে চিন্তায় আছি।’

এদিকে, ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে পুলিশ উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এটি জমি সংক্রান্ত বিরোধ হওয়ায় উভয় পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

মেহেরপুরের আসরাফপুরে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ৩

মেহেরপুর সদর উপজেলার আসরাফপুর পূর্বপাড়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে নারীসহ তিনজন আহত হয়েছেন। রোববার (৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলার আসরাফপুর পূর্বপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন কাঞ্চন খাতুন, সবেদা খাতুন ও সুরাতন খাতুন। তাদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

আহতদের অভিযোগ, বসতভিটার জমি দখল করে ঘর নির্মাণে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়।

আহত কাঞ্চন খাতুন জানান, তারা প্রায় ৭০ বছর ধরে ওই জমিতে বসবাস করে আসছেন। তার দাবি, তাদের বসতভিটার জমি অন্য পক্ষের নামে রেকর্ড হয়ে গেছে। তারা দরিদ্র এবং ভূমি সংক্রান্ত কাগজপত্র সম্পর্কে তেমন ধারণা না থাকায় বিষয়টি বুঝতে পারেননি।

সম্প্রতি তাদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে ঘর নির্মাণের চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে বাধা দিতে গেলে ছাবল ও লাঠি নিয়ে তাদের ওপর হামলা করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

আহত সুরাতন খাতুন বলেন, তারা প্রায় ৪ কাঠা জমির ওপর ৬০ থেকে ৭০ বছর ধরে বসবাস করছেন। তার দাদা-শ্বশুরসহ পূর্বপুরুষেরা দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বসবাস করে আসছেন। ভুলবশত জমিটি অন্যের নামে রেকর্ড হয়েছে দাবি করে। তিনি বলেন রেকর্ডের বিষয়টি দেখিয়ে প্রতিপক্ষ তাদের বসতভিটা দখল করে ঘর নির্মাণের চেষ্টা করছে। এতে বাধা দিতে গেলে তাকে ও তার দুই শাশুড়িকে মারধর করা হয়।

এ ঘটনায় আহতদের অভিযোগ, একই এলাকার হুরমুতের ছেলে মিনাজ ও নগেন, মিনাজের ছেলে জুসের ও রনি, নগেনের ছেলে রিপন, রাজুর ছেলে ইসরাফিল, ইসরাফিলের স্ত্রী আসফিরা ও ছেলে আসিক, সবুর ও আরিফুল সহ কয়েকজন হামলায় জরিত ছিলেন৷

আহতরা বলেন, তারা অত্যন্ত দরিদ্র ও অসহায়। বসতভিটা জোরপূর্বক দখল হয়ে গেলে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকবে না। এ ঘটনায় তারা প্রশাসনের সহযোগিতা ও ন্যায়বিচার কামনা করেছেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আলমডাঙ্গায় জমি বিরোধে হামলায় প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ নিহত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর তামালতলা গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় পলান (৮০) নামের এক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত পলান একই গ্রামের মৃত ছয়রদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে পলানের পরিবারের সঙ্গে ইদবার মুহুরির পরিবারের বিরোধ চলছিল। ওই বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে প্রতিপক্ষের হামলায় পলান গুরুতর আহত হন।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে পলানের পরিবারের সঙ্গে ইদবার মুহুরির পরিবারের বিরোধ চলছিল। ওই বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে প্রতিপক্ষের হামলায় পলান গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পলান একজন অসহায় ও সবার কাছে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে শোক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ জানায়, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে এবং জড়িতদের আটকে অভিযানে নেমেছে পুলিশ।

মেহেরপুরের কোলাতে ডালিমের মৃত্যু ঘিরে রহস্য

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের কোলা গ্রামে ডালিমের মৃত্যু ঘিরে রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ছোট ভাইয়ের সাথে বাকি বিতণ্ডার এক পর্যায়ে স্ট্রোক করেন। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত গাজিউর রহমান ডালিম (৫৫) ও অভিযুক্ত মুনজা রহমান (৪৫) একই গ্রামের মৃত মিনহাজ উদ্দিনের ছেলে।